ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০১২ সালের ডব্লিউপিএ ১৬০৭৯

রাজ আরিয়ান

বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে	ঃ শ্রীমতি সুতপা সান্যাল, শ্রী দেব্রুপ ভট্টাচার্য, শ্রী প্রদীপ কে. তুলসিয়ান
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার জন্য	ঃ শ্রী অনির্বাণ মিত্র,
শুনানি	ঃ ৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে।
রায়	ঃ **৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে।**

বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরীঃ

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের অভিযোগ স্মারকলিপি, ৬ই জুন, ২০১১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন, ৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত আদেশ, ১৭ই অক্টোবর, ২০১১ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং ১লা মে, ২০১২ তারিখের সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

২) এটি আবেদনকারীর মামলা যে তিনি ১৬ই জুন, ২০০৭-এ কনস্টেবল হিসাবে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তামিলনাড়ুর আরকোরামে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে, তিনি ২৯শে জানুয়ারি, ২০০৮-এ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে মাইনিং অ্যান্ড অ্যালাইড মেশিনারি কর্পোরেশনের সিআইএসএফ ইউনিটে নিযুক্ত হন।

৩) পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে সিআইএসএফ ইউনিটে কাজ করার সময়, আবেদনকারীকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। পূর্বোক্ত স্মারকলিপির মাধ্যমে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছেঃ

"চার্জ নম্বর ১-এর অনুচ্ছেদ

সেই নম্বর ০৭৩৬৬০০০১৯ সিআইএসএফ ইউনিটের কনস্টেবল রাজ আরিয়ান (ইউ/এস), এমএএমসি দুর্গাপুর সিআইএসএফ ইউনিটের ডিএসপি (এসটিসি) দুর্গাপুরে রোটেশনাল ট্রেনিং (তৃতীয় ব্যাচ) চলাকালীন, ৩১.০১.২০১১ থেকে ১২.০২.২০১১ তারিখে ০৫.০২.২০১১ তারিখে ১৮৩০ ঘন্টা থেকে ০৬.০২.২০১১ তারিখে ১৭০০ ঘন্টা পর্যন্ত নাইট আউট পাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু রবিবার ছুটির দিন ছিল। তাঁর ০৬.০২.২০১১ সন্ধ্যায় সিআইএসএফ ইউনিট ডিএসপি (এসটিসি) দুর্গাপুরে রিপোর্ট করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তা করতে ব্যর্থ হন এবং সন্ধ্যা রোল কলের পাশাপাশি ০৬.০২.২০১১-এ প্রশিক্ষণ ব্যারাক থেকেও অনুপস্থিত ছিলেন এবং ০৭.০২.২০১১ সকালে পিটি-তে অনুপস্থিত ছিলেন। ০৭৩৬৬০০১৯ নম্বরের কনস্টেবল রাজ আরিয়ানের পক্ষ থেকে এই আইনটি চরম অসদাচরণ, অব্যবস্থাপনা, নির্দেশ লঙ্ঘন এবং সিআইএসএফ-এর মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্যের অযোগ্যতার সমান।

চার্জ নম্বর II-এর অনুচ্ছেদ

সেই নম্বর ০৭৩৬৬০০১৯ সিআইএসএফ ইউনিটের কনস্টেবল রাজ আরিয়ান (ইউ/এস), এমএএমসি দুর্গাপুর একজন স্নাতক এবং সিআইএসএফ ইউনিটে থাকেন এমএএমসি ব্যারাকে মিথ্যা তথ্য এবং মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে সিআইএসএফ কর্মকর্তাদের বিভ্রান্ত করেছেন যাতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি দুর্গাপুরের সিআইএসএফ ইউনিট এমএএমসি-এর কিউটিআর নম্বর এ১/৭-এ তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করতে যাবেন। ০৭৩৬৬০০১৯ নম্বরের পক্ষ থেকে এই আইনটি কনস্টেবল রাজ আরিয়ানকে চরম অসদাচরণ, শৃঙ্খলাভঙ্গ, নির্দেশ লঙ্ঘন এবং সিআইএসএফ-এর মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্যের অযোগ্যতার সমান।

চার্জ নম্বর III-এর অনুচ্ছেদ

সেই নম্বর ০৭৩৬৬০০১৯ সিআইএসএফ ইউনিটের কনস্টেবল রাজ আরিয়ান ((ইউ/এস)), এমএএমসি দুর্গাপুর ০৬.০২.২০১১ তারিখে বোলপুরে (শান্তিনিকেতন) অননুমোদিত পরিদর্শনের সময়, পাবলিক প্লেসে মহিলাদের সাথে শৃঙ্খলাভঙ্গ আচরণ করে, যার ফলস্বরূপ তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিশ স্টেশন, বোলপুর, জেলা: বীরভূম (ডব্লিউবি) এর লকআপে রাখা হয় এবং ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে বিরূপ প্রচার করা হয়েছিল যা সিআইএসএফ-এর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছিল।

চার্জ নম্বর IV-এর ধারা

সেই নম্বর ০৭৩৬৬০০১৯ সিআইএসএফ ইউনিটের কনস্টেবল রাজ আরিয়ান (ইউ/এস), এমএএমসি দুর্গাপুর বোলপুর থানা, জেলা: বীরভূম (ডব্লিউবি)-এর রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের "আমন কুমার" এবং সিআইএসএফ ইউনিটের নাম অভ্যাল হিসাবে তার সঠিক নাম বলার পরিবর্তে "রাজ আরিয়ান এবং ইউনিটের নাম 'এমএএমসি, দুর্গাপুর। ০৭৩৬৬০০১৯ নম্বরের কনস্টেবল রাজ আরিয়ানের পক্ষ থেকে এই কাজটি সিআইএসএফ-এর মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীকে চরম অসদাচরণ, শৃঙ্খলাহীন এবং অপ্রীতিকর করার সমান। তাই এই অভিযোগ।"

৪) উপরোক্ত স্মারকলিপি প্রাপ্তির পরে, আবেদনকারী ৬ই মার্চ, ২০১১ তারিখে একটি লিখিত আবেদন দাখিল দিয়েছিলেন যার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি অস্বীকার করা হয়েছিল। উপরোক্ত ঘটনার পরে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি তদন্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারী তদন্তে অংশ নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তদন্ত কর্মকর্তা ৬ই জুন, ২০১১ তারিখের চিঠির আড়ালে আবেদনকারীকে তদন্তের প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব বা দাখিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২২শে জুন, ২০১১ তারিখের লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদনকারী যথাযথভাবে তদন্ত প্রতিবেদনের জবাব দিয়েছিলেন।

৫) ৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের একটি চূড়ান্ত আদেশ দ্বারা, তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে আবেদনকারীর শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের চার্জশিটের মাধ্যমে আবেদনকারীর দ্বারা করা প্রতিনিধিত্ব, তদন্ত কর্মকর্তার উপসংহারের সাথে একমত হওয়ার সময়, আবেদনকারীকে তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের জন্য দোষী বলে মনে করা হয়।

বাহিনীর একজন সদস্যের চরম অসদাচরণ ও শৃঙ্খলাহীনতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে, তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে, সিআইএসএফ বিধিমালা ২০০১ এর বিধি ৩২(১) পরিশিষ্ট-I এবং বিধি ৩৪ (II) এর অধীনে, অতঃপর "উক্ত বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অবিলম্বে কার্যকর "পরিষেবা থেকে অপসারণের" আবেদনকারীর উপর জরিমানা আরোপ করেছে। উক্ত আদেশ দ্বারা, স্থগিতাদেশের অধীনে আবেদনকারী যে সময় ব্যয় করেছিলেন তা "অ-কর্তব্য সময়কাল" হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

৬) উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারী উক্ত বিধিমালার ৪৬ নম্বর বিধির পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিভাগীয় আপিল দায়ের করেছিলেন। ১৭ই অক্টোবর, ২০১১ তারিখের একটি বিস্তারিত রায়ে, আপিল কর্তৃপক্ষ, ৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের চূড়ান্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও প্রশমনকারী পরিস্থিতি খুঁজে না পেয়ে, আবেদনটিকে যোগ্যতাবিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করে। আবেদনকারী তারপরে পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত বিধিমালার ৫৪ নম্বর বিধির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করেছিলেন। ১লা মে, ২০১২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

৭) শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা সহ উপরোক্ত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

৮) শ্রী ভট্টাচার্য, দরখাস্তকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী, দাখিল করেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং চাকরি থেকে অপসারণের চূড়ান্ত আদেশ, চার্জ নম্বর III এর চারপাশে ঘোরে।

চার্জশিট উল্লেখ করে, তিনি দাখিল দেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বলপুরে অননুমোদিত পরিদর্শন এবং প্রকাশ্যে মহিলাদের সাথে তার পরবর্তী অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এবং তার ফলস্বরূপ গ্রেপ্তার, পুলিশ স্টেশন লকআপের ভিতরে আটকের অভিযোগ আনা হয়েছিল। একই কারণে উপরের অভিযোগটি গঠন করা হয়েছিল।

৯) এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোলপুরের প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৯শে মে, ২০১২ তারিখে জি. আর. মামলা নং ৬৪/১১, টি আর নং ৬০২/১১-তে প্রদত্ত রায় ও আদেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি দাখিল করেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পরে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩৫৪/৩২৩/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে পিটিশনকারী রয়েছে, সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণের অণুটিও পাওয়া যায়নি, রেকর্ড করেছিলেন যে প্রসিকিউশন মামলা ব্যর্থ হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। এইভাবে, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর, প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পূর্বোক্ত রায়ে আবেদনকারীকে অপরাধের জন্য "দোষী নয়" বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৯৫ ধারার অধীনে মামলা থেকে খালাস দিয়েছিলেন।

১০) শ্রী ভট্টাচার্জী দাখিল করেছেন যে একবার, আবেদনকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তরদাতারা অভিযোগ নম্বর ।।। এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তদন্ত না করে, এবং আবেদনকারীকে মহিলাদের সাথে শৃঙ্খলাভঙ্গ আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য গ্রেপ্তারি মেমোর উপর নির্ভর করে, আবেদনকারীর খালাস হওয়ার পরে, উল্লিখিত অভিযোগ ব্যর্থ হয়।

১১) এটি দাখিল করা হয়েছিল যে বিভাগীয় কার্যধারায় উত্তরদাতাদের দ্বারা মহিলাদের স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা হয়নি এবং এইভাবে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। তাঁর এই যুক্তির সমর্থনে যে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর অনুপস্থিতিতে, অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য, নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না, এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারা প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করা হয় (২০১১) ১ সিএলজে ৫৭-তে রিপোর্ট করা ডবলুবি এবং অন্যরা বনাম বিদ্যাসাগর পান্ডে এবং আরেকজন-এর ক্ষেত্রে। এটি আবেদনকারীর যুক্তি যে অপরাধ অবশ্যই কিছু উপাদানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে হবে, যা প্রমাণের ক্ষেত্রে আইনত গ্রহণযোগ্য এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে নয়।

১২) ১নং অভিযোগের ক্ষেত্রে, শ্রী ভট্টাচার্জী বলেন যে ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখে আবেদনকারী হেফাজতে ছিলেন এবং তাই তিনি দায়িত্ব পালনের জন্য রিপোর্ট করতে পারতেন না। প্রদত্ত তথ্যে কোনও অনুমতি ব্যতীত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগটি বহাল রাখা যাবে না, কারণ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কারণগুলির জন্য তাকে ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখে দায়িত্ব পালনের জন্য বাধা দেওয়া হয়েছিল। তিনি দাখিল করেছেন যে ১ এবং ৩ নং অভিযোগের অনুপস্থিতিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত, দরখাস্তকারীর উপর প্রদত্ত শাস্তিটি ২ এবং ৪ নম্বর চার্জের জন্য কঠোর এবং অত্যধিক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

উক্ত অভিযোগগুলি, প্রমাণিত হলেও, আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের আহ্বান জানাতে পারে না।

১৩) বিপরীতে, তদন্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মিত্র দাখিল দিয়েছেন যে আবেদনকারীকে তদন্তে অংশ নেওয়ার সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি স্বীকারযোগ্যভাবে মেনে চলা হয়েছিল। আবেদনকারীকে তদন্ত প্রতিবেদনের পক্ষে সমর্থন করা হয়েছিল যার তিনি জবাব দিয়েছিলেন। আবেদনকারীর উপস্থাপনের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল এবং প্রদত্ত তথ্যে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সাথে একমত হয়ে, যেমনটি তখন তাঁর সামনে উপলব্ধ ছিল, আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের আদেশ দিয়েছিলেন। চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম নেই।

১৪) আপিল কর্তৃপক্ষ এবং রিভিশনাল কর্তৃপক্ষ উভয়ই আপিল বা রিভিশনাল আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতিতে কোনও ভুল বা অনিয়ম করেনি। যখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং রিভিশনাল কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল, তখন ২০১১ সালের জি. আর. মামলা নং ৬৪-তে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের রায় প্রদান করা হয়নি। স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারীকে তার গ্রামের জন্মভূমিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী তার নিজের গ্রামে যাওয়ার পরিবর্তে ২, ৩ এবং ৪ নং চার্জ হিসাবে বর্ণিত পরিস্থিতিতে জড়িত, যার ফলে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে আটক ও গ্রেপ্তার করে। আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম নেই।

১৫) আদালতের প্রশ্নের জবাবে তিনি দাখিল করেন যে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোন স্বাধীন তদন্ত করা হয়নি যেহেতু অভিযোগ নম্বর ৩ অভিযোগকারী এবং মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তাদের বক্তব্য গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট। তিনি দাখিল করেন যে বিষয়টি এখানে উল্লিখিত উন্নয়নের আলোকে নতুন সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হতে পারে।

১৬) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

১৭) এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে নিয়োগের সময় আবেদনকারীকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তারিখের একটি চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী তদন্তে অংশ নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তদন্ত প্রতিবেদনটি দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে আবেদনকারীর উপস্থাপনের ভিত্তিতে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ৩০শে জুন, ২০১১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিষয়টির সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উপসংহারের সাথে একমত হয়ে আবেদনকারীকে অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে।

১৮) উপরোক্ত আদেশ থেকে আরও প্রতীয়মান হবে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাকে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি প্রদান করতে অগ্রসর হয়েছিল, যা নীচে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"অভিযুক্ত সদস্যের দ্বারা সংঘটিত প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব থেকে, মনে হয় যে তিনি সিআইএসএফ-এর মতো লিঙ্গ সংবেদনশীলতার সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর একজন প্রশিক্ষিত সদস্য হিসাবে বাহিনীর ভাল মূল্যবোধের যত্ন না করে জীবনকে হালকাভাবে নিয়েছেন। আমি বিবেচিত মতামত পোষণ করি যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বাহিনীর কোনও সদস্যের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুতর গুরুতর অসদাচরণ এবং অনিয়মের কাজ যা নিজেকে বাহিনীর সদস্যের অনুপযুক্ত করে তোলে এবং প্রমাণিত অপরাধ থেকে, তিনি কঠোর শাস্তির যোগ্য।"

১৯) এইভাবে, এটা স্পষ্ট এবং স্পষ্ট যে, অভিযোগ এবং তার প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিফলিত অভিযোগের গুরুতর প্রকৃতির সাথে অগ্রসর হওয়ার সময় শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি দিয়েছিল। আমি এখানে অবশ্যই লক্ষ্য করব যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে অভিযোগ নং ৩-এর তদন্ত করেনি। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে মনে হয় যে, তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ নং ৩ নিয়ে আলোচনা করার পরে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং আবেদনকারীর গ্রেপ্তারের বিষয়ে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ছিল।

২০) স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যধারা থেকে খালাস পেয়েছিলেন। ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীকে তদন্ত কর্মকর্তা কখনই ডাকেননি। অভিযোগকারীর বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

এটা ঠিক যে অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা উচিত, যা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে এবং রেকর্ডে আনতে হবে। নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যেমনটি শ্রী ভট্টাচার্য সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, বিদ্যাসাগর পান্ডে এবং অন্যরা, (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়েছে যে অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। এটি সত্য যে এই ক্ষেত্রে খালাসের আদেশটি কার্যধারা শেষ হওয়ার পরে পাস করা হয়েছিল তবে একই সাথে, খালাসের বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষত যখন উত্তরদাতাদের দ্বারা চার্জ নং ৩ সম্পর্কিত কোনও স্বাধীন তদন্ত হয়নি।

২১) উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, প্রদত্ত তথ্যে প্রদত্ত শাস্তি অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অত্যধিক বলে মনে হয়, কারণ এটি বজায় রাখা যায় না। সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয়। তবে, একই সময়ে, অভিযোগ নং ২ এবং ৪ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না, কারণ আবেদনকারীকে মুক্ত রাখা যায় না। সুতরাং, এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার পরে আবেদনকারীর শাস্তি পুনর্বিবেচনা করার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। উপরোক্ত নির্দেশটি বিবেচনা করে পাস করা হচ্ছে যে দরখাস্তকারী চাকরিচ্যুতির বয়স পূর্ণ করেননি।

২২) এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমি আবেদনকারীর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে, ২ ও ৪ নম্বর অভিযোগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছি। যেহেতু আবেদনকারী ২০১১ সালের ৩০শে জুন এবং তার পর থেকে তার দায়িত্ব পালন করেননি, তাই আমি মনে করি, আবেদনকারীকে যদি পরিষেবার সুবিধাগুলি গণনার উদ্দেশ্যে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয় তবে ন্যায়বিচার দেওয়া হবে। তবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে অপসারণের তারিখ এবং পুনর্বহালের তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আবেদনকারীর পক্ষে আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা আবেদনকারীর চাকরিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে না। যতদূর পর্যন্ত স্থগিতাদেশের জন্য ব্যয় করা সময়কাল, আবেদনকারী তার পক্ষে ইতিমধ্যে বিতরণ করা জীবিকা ভাতা, যদি থাকে, তার অবশিষ্ট পরিমাণের অধিকারী হবেন।

২৩) প্রস্তাবিত শাস্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং পিটিশনারের চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে মজুরি মঞ্জুর করার বিবেচনা করা উচিত।

২৪) উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর সঙ্গে, ২০১২ সালের ডব্লিউপিএ ১৬০৭৯ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৫) এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

এবি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly